সংবাদ

এপ্রিল -২০১৮

BOOK POST PRINTED MATTER

পরিষেবা

কৃষি,স্বাস্থ্য,পরিবেশ ও বাস্তুবিদ্যা বিষয়ক এই তথ্য-মাসিক কোনো সংবাদপত্র নয়, বরং সংবাদ বিনিময়-পত্র। এই বিনিময়-প্রয়াসে যুক্ত বাংলা-আসাম -ত্রিপুরা-বাংলাদেশ সহ বঙ্গভাষী বৃত্তের বিবিধ আঞ্চলিক সংবাদ-সাময়িকী।

কাঁঠালের বীজে স্বাস্থ্য

২৩/৮৬

কাঁঠালের বীজ ভাজা বা পুড়িয়ে অথবা ডাল ও তরকারিতে দিয়ে অনেকেই খেয়েছেন। কিন্তু জানেন কি এই বীজটিতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে থায়ামিন এবং রাইবোফ্লেবিন। এখানেই শেষ নয়, কাঁঠালের বীজে আছে জিঙ্ক, আয়রন, ক্যালসিয়াম, কপার, পটাশিয়াম এবং ম্যাগনেসিয়াম যা একাধিক রোগকে দূরে সরিয়ে রাখে। এছাড়া এতে শরীরে প্রোটিনের ঘাটতি দূর হয়, ত্বকের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পায়, সংক্রমণের আশঙ্কা কমায়, ক্যান্সারের মতো মারণ রোগকে দূরে রাখে, বয়সের বলিরেখা কমায়, অ্যানিমিয়ার প্রকোপ কমায়।

অ্যানিমিয়ার রোগীর সংখ্যার দিক থেকে, গত এক দশকে সারা বিশ্বের মধ্যে ভারত এক নম্বরে উঠে এসেছে। ভারতে যারা অ্যানিমিয়ায় ভুগছে তাদের বেশিরভাগই মহিলা ও শিশু। গবেষণা বলছে কাঁঠালের বীজে রয়েছে প্রচুর মাত্রায় আয়রন, যা খুব অল্প দিনেই রক্তাল্পতার মতো সমস্যা দূর করতে সাহায্য করে। এছাড়া হজম ক্ষমতার উন্নতি, চাপ বা স্ট্রেস কমানো, দৃষ্টিশক্তির উন্নতিও করে কাঁঠালের বীজ। এসব তথ্য জানা গেছে বোল্ডস্কাই নামের এক পত্রিকা থেকে।

দইয়ে ভাতে

২৩/৮৭

তাপমাত্রা যখন বাড়তে থাকে তখন কী হয়? কী আবার খুব গরম লাগে! একেবারেই! কিন্তু সেই সঙ্গে দেহের ভেতরে তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ার কারণে বদ-হজম এবং গ্যাস-অম্বলের প্রকোপ বেড়ে যায়। সেই সঙ্গে পেট খারাপ হওয়ার আশঙ্কাও বৃদ্ধি পায়। এমন পরিস্থিতিতে শরীরকে ঠান্ডা রাখতে এবং পেটের রোগকে দূরে রাখতে দই ভাত কিন্তু নানাভাবে সাহায্য করে থাকে।

দই ভাত খেতে যেমন সুস্বাদু, তেমনি সহজে তৈরিও করে ফেলা যায়। আর এই খাবারটি খেলে মাত্র যে শুধু পেটের রোগ দূর হয়, এমন নয়। সেই সঙ্গে মেলে আরো অনেক উপকার। নিয়মিত দই ভাত খেলে হাড় শক্তপোক্ত হয়, ওজন কমে, ভিটামিন এবং খনিজ লবণের ঘাটতি কমে, হজম ক্ষমতার উন্নতি ঘটে, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার উন্নতি ঘটে, শরীর ঠাণ্ডা রাখে, দেহের পুষ্টিকর উপাদানের ঘাটতি মেটে, স্ট্রেস এবং মানসিক চাপ কমে। হেলথ ডাইজেস্ট পত্রিকা সূত্রে এই তথ্য জানা গেছে।

স্বয়ম্ভর

২৩/৮৮

হরিয়ানার গ্রামগুলিতে মহিলারা ছোট ঋণ নিয়ে ব্যবসা করছেন। মহিলারা পরিবারের আয় বৃদ্ধিতে সাহায্য করছেন। এ রাজ্যের তাপরানা গ্রামে প্রায় চার বছর আগে মহিলারা দুগ্ধজাত পণ্য উৎপাদনের জন্য একটি ছোট খামার চালু করেন। প্রথমদিকে এরা ঘরে ঘরে গিয়ে দুধ সংগ্রহ করতে সঙ্কোচ বোধ করত। কারণ এখানে মেয়েরা ঘরের কাজই করে। কিন্তু এখন তারা অত্যন্ত

আত্মবিশ্বাসী ব্যবসায়ী। তারা এখন দুগ্ধজাত পণ্য যেমন দই, ছানা ইত্যাদি বিক্রি করে প্রতি মাসে সাড়ে চার লাখ টাকার ব্যবসা করে।

প্রভা গুপ্ত এই কার্যক্রমের পুরোধা। তার কথায়, প্রথমদিকে হিসেব নিকেশ ঠিক রাখা, অর্ডার নেওয়া, পুরুষ প্রধান এই ব্যবসার জায়গা করে নেওয়া, সব কিছুই একটা চ্যালেঞ্জ ছিল। পুরুষরা ভাবত তারা মাস দুয়েক ব্যবসা করবে, তারপর কাজ ছেড়ে দেবে। কিন্তু মহিলারা সমানে সমানে লড়াই করে তাদের ব্যবসা এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

তাদের কাজ অনেক বেড়েছে। আগে তারা প্রতিদিন জন প্রতি ৫ লিটার দুধ সংগ্রহ করত। এখন দিনে ১৭৫ লিটার দুধ সংগ্রহ করে। আর মাসে গড়ে তারা সাড়ে ৬ হাজার টাকা আয় করে। এই দলের ৭ জন এখন সংসারে আর্থিক সাহায্য করতে পারে আর তাদের সন্তানদের জীবন আরো উন্নত করতে সক্ষম। হরিয়ানার মত রাজ্যে যেখানে মহিলা পুরুষদের মধ্যে বৈষম্য এত বেশি, সেখানে এ খবর আশার বৈকি। সাংবাদিক অঞ্জনা পাসরিচার এক প্রতিবেদনে এ খবর জানা গেছে।

জৈব চাষে সাহায্য

২৩/৮৯

জৈব চাষ প্রসারের জন্য পরম্পরাগত কৃষি বিকাশ যোজনা চালু করেছিল আগের সরকার। এই যোজনায় সাধারণত সরকারের নির্দিষ্ট মাপকাঠিতে পড়ে এমন জৈবচাষে চাষিদের সহায়তা করা হত। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার এক নির্দেশিকায় জানিয়েছে, বহু যুগ ধরে টিকে থাকা পরম্পরাগত চাষে নিয়োজিত চাষিদের, তিন বছর ধরে হেক্টর প্রতি ৪৮ হাজার ৫০০ টাকা করে অনুদান দেওয়া হবে। গত ২ এপ্রিল কৃষি মন্ত্রকের এক নির্দেশিকায় একথা উল্লেখ করা হয়েছে। নির্দেশিকায় পরম্পরাগত চাষ হিসেবে উল্লেখ করেছে কতগুলি নাম। এগুলি হল, যৌগিক চাষ, গোমাতা খেতি, অহিংস চাষ, বৈদিক চাষ, বৈষ্ণব খেতি ইত্যাদি। সমস্যা হল এরকম বহু স্থানীয় নামে পরম্পরাগত চাষ হয় সারা ভারতে। সেগুলি কীভাবে এই যোজনার আওতায় আসবে এবং বৈজ্ঞানিক দিক থেকে এগুলি কতটা লাগসই তা কে বা কারা ঠিক করবে — এসবের কোনো উল্লেখ নেই এই নির্দেশিকায়।

সরকারি জৈব বীজ

২৩/৯০

জৈব চাষিদের জন্য সুখবর। ন্যাশনাল সিড কর্পোরেশন (এনএসসি) - এর চেয়ারম্যান জানিয়েছেন, ২০১৮ খরিফ মরশুম থেকে তারা জৈব পদ্ধতিতে বীজ উৎপাদন করবে। এইভাবে বীজ উৎপাদন করা হবে বিভিন্ন রাজ্যের এনএসসি-এর ২২ হেক্টর জমিতে। এছাড়াও পরবর্তীতে তারা আরো অন্যান্য এলাকায়ও জৈব বীজ উৎপাদন করবে। বীজ উৎপাদন এবং সংরক্ষণ একটি লাভজনক চাষ এবং ব্যবসা। আমাদের দেশে এখনো চাষিরাই বিভিন্ন বীজ উৎপাদন, বিনিময় এবং বিক্রি করে। কিন্তু এসব জৈবভাবে উৎপাদিত হয় না। সরকার বা এনএসসি তাদের বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে যদি জৈব বীজ উৎপাদনে চাষিদের উৎসাহ দেয় তাহলে সারা ভারত জুড়ে ছোটো ছোটো ব্যবসা তৈরি হতে পারে। আর কৃষি পরিবারগুলির, বিশেষ করে এইসব পরিবারের যুবদের, আয়ের পথ খুলে যেতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলেও সত্যি, যারা এভাবে বীজ উৎপাদন করত, নানারকম অনুমোদনের আওতায় এনে তাদের ব্যবসাও বন্ধ করার উদ্যোগ শুরু হয়েছে। ছোটো এবং স্থানীয়ভাবে যারা বীজ উৎপাদন এবং ব্যবসা করছে তাদের কাছে এটা একটা সমস্যা। এজন্য সরকার তার ব্যবস্থাগুলি সহজ সরল করতে উদ্যোগ নিলে চাষিদের লাভই হত। আর জৈব বীজ উৎপাদনের মাধ্যমে আরো অনেকে তাদের জীবিকা নির্বাহ করতে পারত।

বন বিনা

২৩/৯১

সম্প্রতি স্টেট ফরেস্ট রিপোর্ট থেকে জানা গেছে, ভারতে মোট ভৌগলিক এলাকার ২২ শতাংশে বন রয়েছে। আমাদের বননীতিতে ঠিক করা হয়েছিল মোট ভৌগলিক এলাকার ৩৩ শতাংশ জমিতে বন বাড়ানোর জন্য উদ্যোগ নেওয়া হবে, যা বর্তমান বনাঞ্চলের অনেকটাই কম। এই রিপোর্টে আরো বলা হয়েছে, বন ধ্বংস, বনের জমিকে অন্য কাজে ব্যবহার প্রচুর বেড়েছে সব রাজ্যেই। ভারতে কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল-এর সাম্প্রতিক রিপোর্টে জানা গেছে, গুজরাটে শিল্প স্থাপনের জন্য অভয়ারণ্য এবং জাতীয় বনাঞ্চলের ১১৩৪ হেক্টর জমি ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু এর জন্য নির্দিষ্ট ৪২ কোটি টাকা বিভিন্ন কোম্পানি এখনো দেয়নি।

শেষ হবে চমরী গাই!

২৩/৯২

ইয়াক বা চমরী গাই এক অনন্য প্রাণী। হিমালয়ের অধিবাসীদের জীবনসঙ্গী বলা যায় এদের। ঠান্ডা এমনকি তাপমাত্রা মাইনাস ৪০ ডিগ্রি হিমাঙ্কের নীচেও এরা বেঁচে থাকে। কিন্তু তাপমাত্রা ১৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসের উপরে উঠলে এদের অস্বস্তি শুরু হয় এবং

বেশিদিন বেঁচে থাকতে পারে না। জলবায়ু বদলের ছায়া এদের জীবনেও পড়েছে। কারণ গত পঁচিশ বছরে হিমালয় পার্বত্য অঞ্চলে তাপমাত্রা দেড় ডিগ্রি বেড়েছে। অর্থাৎ এখানে প্রতি বছর ০.০৬ ডিগ্রি তাপমাত্রা বাড়ছে।

ইয়াক হল হিমালয়ের অধিবাসীদের পরিবেশমুখী জীবন জীবিকার অংশ। এখানকার লোকেরা গরমের সময় তাদের চমরী গাই নিয়ে বেশি উঁচু স্থান, যেখানে তাপমাত্রা কম সেখানে চলে যায়। আবার ঠান্ডা পড়লে সর্বনিম্ন ৩০০০ মিটার উচ্চতায় নেমে আসে। এতে চমরী গাইগুলির মোটামুটি সারাবছরই একই ধরনের তাপমাত্রায় থাকতে পারে। জলবায়ু বদলের ফলে পারম্পরিক এই ব্যবস্থা ধাক্কা খাচ্ছে। এতে গাইগুলির দুধ উৎপাদন কমছে। এছাড়া জলবায়ু বদলে এদের খাদ্যের উপযুক্ত ঘাস, লতাপাতার উৎপাদনও কমছে। ফলে খাদ্যের অভাবে চমরী গাইয়ের দুধ উৎপাদনও কমছে।

স্বচ্ছ চিন

২৩/৯৩

বিশ্বের দূষিত শহরগুলির মধ্যে অন্যতম চিনের বেজিং। এই শহরের বাসিন্দারা ধুসর রঙের আকাশ দেখতেই অভ্যস্ত বহু বছর ধরে। সম্প্রতি বেজিং শহরতলীতে সিরামিক টাইলস শিল্প বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কারণ এই শিল্প জ্বালানি হিসেবে কয়লার ওপর পুরোপুরি নির্ভর। আর এর ফলে বেজিং এর বাতাস দুষিত হয় বেশি কারণ কয়লাকে বলা হয় সব থেকে দূষণকারী জ্বালানি। ইদানিং এই শহরের ধুসর আকাশ ক্রমশ নীল হচ্ছে। বাসিন্দারাও খুশি। তবে সাতশ বছরের পুরনো এই শিল্প হঠাৎ করেই বন্ধ করায় বেশ কিছু লোক কর্মহীন হয়ে পড়েছে। চিন সরকার এইসব কর্মীদের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করছে। বিশ্বের প্রথম ৩০টি দূষিত শহরের মধ্যে দিল্লিসহ ভারতের প্রায় ডজন খানেক শহর রয়েছে। এগুলিতে দূষণের প্রধান উৎস হল বেআইনি শিল্প এবং পরিবহন। আর এরজন্য দায়ী দূষিত জ্বালানি। এর জন্য ভারত সরকার বিকল্প কিছু করতে পারে কি?

আশার আলো

২৩/৯৪

বিশ্বে সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনের বিনিয়োগ গত বছর রেকর্ড ছুঁয়েছে। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে, সারা পৃথিবী জুড়ে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহারের ক্ষেত্রে ধীরে হলেও সচেতন হচ্ছে সরকারগুলি। এ খবর জানা যাচ্ছে রাষ্ট্রসংঘের পরিবেশ কর্মসূচির গ্লোবাল ট্রেন্ড ইন রিনিউয়েবেল এর্নাজি ইনভেস্টমেন্ট প্রতিবেদন থেকে। ২০১৭ সালে সারা পৃথিবী জুড়ে মোট ৯৮ গিগাওয়াট সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকাঠামো তৈরি হয়েছে। আর এই বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য বিনিয়োগ হয়েছে ১৬১০০ কোটি মার্কিন ডলার যা আগের বছরের থেকে ১৮ শতাংশ বেশি। এই বিনিয়োগে সবার ওপরে আছে চিন। গত বছর চিন বিশ্বের মোট উৎপাদনের অর্ধেকেরও বেশি পরিমাণ সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন করেছে। এছাড়াও তারা ৫৫ গিগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদনের মতো পরিকাঠামোও তৈরি করেছে। এর পরে রয়েছে অস্ট্রেলিয়া, মেক্সিকো এবং সুইডেন।

হু হু

২৩/৯৫

৭০ বছর আগে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বা ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন (ডব্লুএইচও) তৈরি হয়েছিল। তারা তাদের বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানে জানিয়েছে এই ৭০ বছরে মানুষের গড় আয়ু বেড়েছে ২৫ বছর। তাদের মতে সবথেকে উল্লেখযোগ্য হল, ৫ বছরে কম বয়সী শিশুদের মৃত্যুহার অনেকটাই কমানো গেছে। ১৯৯০ সালে ৫ বছর পূর্ণ হওয়ার আগে যত শিশুর মৃত্যু হত, এখন তা কমেছে প্রায় ৬০ লক্ষ। গুটি বসন্তের প্রকোপ শেষ হয়েছে এবং পোলিও প্রায় নির্মূলের পথে। এছাড়া হাম, ম্যালেরিয়া, গিনি ওয়ার্ম, গোদ ইত্যাদি থেকে অনেকটাই মুক্ত হওয়া গেছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার উদ্যোগে আগাম এবং সহজ চিকিৎসা প্রসার লাভ করেছে। আর কম দামে জেনেরিক (কোম্পানির দেওয়া নাম নয় আসল) নামের ওষুধের প্রচার বেড়েছে। এদের উদ্যোগে ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধক আবিষ্কৃত হয়েছে। ইবোলা এবং ম্যানেনজাইটিসের প্রতিষেধক তৈরি করাও সম্ভব হয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার লক্ষ্য হল, সবার জন্য সার্বজনীন স্বাস্থ্য ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

জলচিত্র

২৩/৯৬

রাষ্ট্রসংঘের এক প্রতিবেদনে জানা গেছে, ২০৫০ সাল নাগাদ বিশ্বের ৫০০ কোটিরও বেশি মানুষ জল সংকটে ভুগতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন, জলের চাহিদা বৃদ্ধি ও দূষিত জলের সরবরাহের কারণে এ পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে। রাষ্ট্রসংঘের দ্য ওয়ার্ল্ড ওয়াটার ডেভেলপমেন্টের প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে। প্রতিবেদনটিতে সতর্ক করে বলা হয়েছে, নদী, হ্রদ, জলাভূমি, জলাধার ইত্যাদির ওপর চাপ কমানো না হলে ভবিষ্যতের সংঘাত সৃষ্টি ও সভ্যতা বিপন্ন হতে পারে।

প্রতিবছর মানুষ প্রায় ৪ হাজার ৬০০ বিগকিলোমিটার এলাকার জল ব্যবহার করে। এর ৭০ শতাংশ ব্যবহৃত হয় কৃষিক্ষেত্রে,

পুনর্মুদ্রণের সময় অনুগ্রহ করে 'পরিষেবা' কথাটি উল্লেখ করবেন। মুদ্রিত লেখাটি সার্ভিস সেন্টারের ঠিকানায় পাঠান

২০ শতাংশ শিল্পে এবং ১০ শতাংশ গৃহস্থালীতে । গত ১০০ বছরে বিশ্বের জলের চাহিদা ছয়গুণ বেড়েছে। আর প্রতিবছর এ চাহিদা এক শতাংশ করে বাড়ছে।

গবেষকদের ধারণা, ২০৫০ সালে বিশ্বের জনসংখ্যা ৯৪০ থেকে ১০২০ কোটিতে গিয়ে পৌঁছবে। এ সময়ে প্রতি তিনজনের দু'জন শহরে বাস করবে। সেই সুবাদে বিশুদ্ধ জলের চাহিদা বহুগুণ বেড়ে যাবে। বিকাশশীল দেশগুলিতে জলের চাহিদা দ্রুত বাড়ছে। এর মধ্যে আবার জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে উপকূলবর্তী অঞ্চলগুলি আরো প্লাবিত হবে এবং শুষ্ক অঞ্চল আরো শুকিয়ে যাবে।

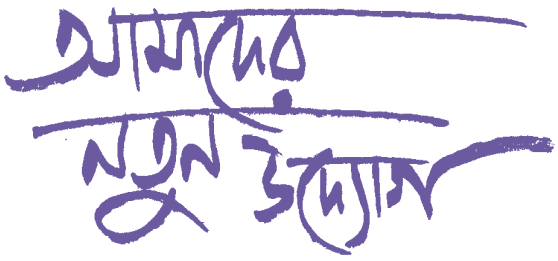

কথায় বলে কালি-কলম-মন লেখে তিনজন। কিন্তু লেখাশেষের পরও আরো তিনজনকে লাগে। যারা ফুটে ওঠা অক্ষরমালার বানান-বাক্য-বিষয়ে ফাইনাল টাচ দেয়, লাগিয়ে দেয় তুলির রূপটান, আর তারপর সাজিয়ে গুছিয়ে ঝকঝকে তকতকে করে ছাপে। এঁরা হলেন সম্পাদক, শিল্পি আর মুদ্রক।

আমাদের, এই রং-তুলি-কলম-ক্যামেরা-অফসেট-অফুরান এক কর্মশালা আছে। বই প্রকাশ করতে চাইলে আমরা আপনাকে এই সহযোগ দিতে পারি। কিংবা যদি আপনার রচনা ভাষান্তর করাতে চান ইংরেজি বা বাংলায়, আমাদের অনুবাদ-কুশলতা সেখানে কাজে লেগে যেতে পারে। আর যদি মনে হয় সরিয়ে রাখব কালি-কলম, মনকে টান দেয় ভিডিও-ভাষার আলোছায়া, তবে খালি বিষয়-উপাদান-আনুষঙ্গিক জানিয়ে দিলে আপনার জন্য বানিয়ে দিতে পারি এক পূর্ণাঙ্গ ভিডিও ফিল্ম।

আপনার বই, আপনার পত্রিকা ও আপনার ভিডিও-ছবি বানাতে আমরা এই কারিগরনামা নিয়ে সর্বতো-সহযোগিতার জন্য প্রস্তুত।

বলতে পারেন এ আর এক 'উদ্যোগপর্ব'। তবে কথা অমৃত সমান ... এর মারণ যুদ্ধের প্রস্তুতি নয়। বরং বিকল্প নির্মাণ ভাবনাকে দেখতে চাওয়া আর এক মহাকাব্যিক মাত্রায়!!

দূরভাষ ঃ ডিআরসিএসসি ৯১৮৬৯৭৯৭০১১৪

২৪৪২ ৭৩১১ ।। ২৪৪১ ১৬৪৬

সংবাদ সংগ্রহ ও প্রচারে সার্ভিস সেন্টার,৫৮এ, ধর্মতলা রোড, বোসপুকুর, কসবা, কলকাতা-৭০০ ০৪২। দূরভাষ ২৪৪২ ৭৩১১,২৪৪১ ১৬৪৬, গ্রাহক চাঁদা বার্ষিক ৫০ টাকা (সডাক)
সহযোগী সম্পাদনা ও হরফ বিন্যাস : শিপ্রা দাস, রূপায়ণ : অভিজিত দাস
সম্পাদক : সুব্রত কুন্ডু